ওঁ তৎসৎ। হিতৈষণা গ্রন্থাবলী—সংখ্যা ৯।

আঁখিজল।

কলিকাতা।

৬১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীহরশঙ্কর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ৷৷০ আট আনা মাত্র।

৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রপৌত্র, ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র, ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভিনব সংস্করণ-সম্পাদক, অধ্যাত্মধর্ম্ম ও অজ্ঞেয়বাদ, আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা, রাজা হরিশ্চন্দ্র, অভিব্যক্তিবাদ, ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবৃতি, আলাপ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা কলিকাতা যোড়াসাঁকো নিবাসী

শাণ্ডিল্যগোত্র,

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি

কর্ত্তৃক বিরচিত "আঁখিজল" গ্রন্থ ১৮৩২ শক, ৫০১১ কলিগতাব্দে, ৮১ ব্রাহ্ম সম্বতে কার্ত্তিক মাসে বুধবাসরে তুলারাশিস্থ ভাস্করে শুভ পূর্ণিমা তিথিতে প্রকাশিত হইল।

কলিকাতা ১৯ নং গ্রে ষ্ট্রীট, বিশ্বভাণ্ডার যন্ত্রালয়ে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মল্লিক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

তোমাকে

ভূমিকা।

কবিতা পুস্তকের ভূমিকা অনাবশ্যক। কেবল একটী কথা বলিয়া রাখি। বোধ হয় সুধীগণ কবিতাগুলির ভিতরে এবং তাহাদিগের সাজাইবার প্রণালীর মধ্যে ঐশ্বরিক ও ঐহিক উভয় প্রেমের সাযুজ্য দেখিতে পাইবেন।

এই গ্রন্থে ছাপ্পান্নটী কবিতা আছে, তন্মধ্যে সতেরটী ইতিপূর্ব্বে "আলাপ" এবং "বিরাগ" গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। সুবিধার জন্য সেগুলিও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। তাহাতে পাঠকবর্গের বোধ হয় কোন আপত্তি হইবে না। পুনঃপ্রকাশিত কবিতাগুলি তারা-চিহ্ন চিহ্নিত করিয়া দিয়াছি।

কতকগুলি কবিতার ভাব বিদেশী কবিতা হইতে গ্রহণ করিয়াছি। সেই সকল কবিতার রচয়িতাগণের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে কোন প্রকারে সেইগুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। যাঁহারা মূল কবিতাগুলি জানেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে গ্রন্থের কোন কবিতাগুলি তদবলম্বনে লিখিত, আর যাঁহারা মূল কবিতাগুলি না জানেন, তাঁহাদিগকে তৎসম্বন্ধে জানাইয়া তাঁহাদের মনোযোগ বিক্ষিপ্ত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করি।

এই কবিতাপুস্তক প্রকাশে গ্রন্থকারের যথেষ্ট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ পাইয়াছে, পাঠকবর্গ সদয় হৃদয়ে তাহা ক্ষমা করিবেন আশা করি।

জোড়াসাঁকো
৩০শে কার্ত্তিক,
সন ১৩১৭ সাল।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সূচীপত্র।

আঁখিজল।

ওঁ তৎসৎ।

আঁখি জল।

১ম বিন্দু—একা।*

নিভৃত কুটীরে বসিয়া বসিয়া
অসীম চরণে হৃদয় খুলিয়া
একাকী গাহিছি গান—
বিশ্বের গান
প্রেমের গান
অনন্ত মহিমা গান—
দুঃখশোক পরিত্রাণ।

—:ওঁ:—

২য় বিন্দু—আপনার গান।*

আপনার গান গাহি
জগত জড়িত তায়।
আপনার গৃহে বসি
দেখি যে বিশ্বের কায়॥

প্রভাতে তপন উঠে দেখি
জাগায়ে বিহগগণে
বিহগে ধ্বনিত করে বন
মহান হরষ মনে॥
সন্ধ্যায় তপন ডুবে যায়
অকূল জলধি মাঝে।
আঁধারে জগত ঢেকে যায়
পূরবী রাগিণী বাজে॥
বিছায় চন্দ্রমা শুভ্র হাসি
বিমল কিরণ ছলে।
তারা ফুটে উঠে হেথা হোথা
সাজায়ে গগনতলে॥

বাহিয়ে এসব দেখি যবে
কিছুরি পাইনা ঠাঁই।
সুখ শান্তি থাকেনা'ক—বহে
শুধু মরণের বায়॥

জড়তা-আচ্ছন্ন দেখি সব
প্রাণ নাহি কোথা পাই ॥
অন্তরে প্রবেশি দেখি যবে
তখনি জানিতে পাই—
তপনের গতি তোমারি নিয়মবলে
তোমারি মহিমাগান পক্ষী কলকলে
নিশীথ আঁধারে শান্তির বিশ্রামশ্বাস।
চন্দ্রমাকিরণে স্নেহের চন্দনবাস ॥
অসীম সুন্দর তুমি তারকা-গগনে।
তোমারি কোমল হাত প্রভাতপবনে ॥

অন্তরে প্রবেশি তোমা পানে
দেখিলে জানিতে পাই।
গাহি যবে আপনার গান
জগত জড়িত তায় ॥

—ঃওঁঃ—

৩য় বিন্দু—দীনবন্ধু।*

তুমি দীনবন্ধু হৃদয়নাথ
দেখা দাও হৃদয়ে আমার।
চিরকাল থাক আমারি সাথ
তোমারেই জানি সারাৎসার॥
তোমারি কঠোর নিয়মবলে
ছুটেছে তারকা অসীমেতে
ছুটেছে রবি বিশ্ব চরাচরে
তোমারি একের আদেশেতে॥
নিয়ম মহান সুখের এযে
তুমি বিনা কে করিতে পারে?
মরম বুঝিবে নিয়মের কে—
তুমি বিনা কে বুঝাতে পারে?
প্রেমরূপ তুমি করুণাময়
এস তুমি আত্মার আসনে।
দূরে যাক শোক মোহের ভয়
দেখি'তব স্নেহের আননে॥
হৃদয়ে আছে যে পাপের ধূলি
প্রেমবারি সেথা বরষিয়া।
মুছাও প্রভু কাঁদিহে আকুলি'
তোমারই চরণ ধরিয়া॥
পতিতপাবন তুমি হে নাথ
তার দেব তার দীনজনে।
সম্পদে বিপদে তোমারি হাত
ধার থাকি যেন প্রাণপণে॥

—ঃওঁঃ—

৪র্থ বিন্দু—বৈরাগ্য ।*

তুই রে কঠোর সংসারের মায়া
আমায় ছেড়ে দে ছেড়ে দেরে ।
ভেসে যাব সেথা প্রাণ যেথা চায়
আমায় যেতে দে যেতে দে রে ॥
দূর-দূরান্তরে প্রান্তরের ধারে
বসিয়া রহিব একা একা ।
স্নিগ্ধ শ্যামল তরুবর তলে—
কারেও আর দিব না দেখা ॥
প্রভাতে শুনিব পাখীদের গান—
পরম দেবের স্তুতি গান ।
আকাশের পানে রহিব চাহিয়া—
অসীম ঢালিবে মহাপ্রাণ ॥
ক্ষুদ্র কোলাহলে রহিব না আর,
করিব না আর কানাকানি ।
হৃদয়ে গাঁথিব—অসীমের মাঝে
ক্ষুদ্র প্রাণী—সদা এই বাণী ॥
মধ্যাহ্নেও সেথা রহিব বসিয়া
আপনারই ভাবের মাঝে ।
আপনি হাসিব আপনি কাঁদিব
আপনি থাকি' আপন কাছে ॥
সন্ধ্যায় দেখিব চাহি এক মনে
ডুবিবে তপন অস্তাচলে ।

নিভিবে আলোক আসিবে আঁধার
অসীম নীল গগনতলে ॥
দু'একটী করি ফুটিবে তারকা
অতুলন এ জগৎ মাঝে।
তাহাই দেখিব, ফিরিব না আর
নিদারুণ সংসারের কাছে ॥
পরম পিতার সঁপি প্রেম-হাতে
নির্ভয়ে ভ্রমিব যথা তথা।
কাহারেও কাছে ডাকিব না আর
শুনিব না আর কারো কথা ॥
এর কাছে গিয়ে ওর কাছে গিয়ে
করিব না আর কানাকানি।
আপনি হাসিব আপনি কাঁদিব
সুখ দুখ বহিব আপনি ॥

—:ওঁ:—

৫ম বিন্দু—গান কেন আসে না ?

কত দিন গান এসেছি গাহিয়া,
আর কেন গান আসে না ?
প্রাণ কেন আর জাগে না ?
সেই মধু চাঁদ চলেছে ভাসিয়া
সুধা-শুভ্রবেশে ধরণী ছাইয়া ;
সেই তারাগুলি রয়েছে চাহিয়া
আপন গানেতে আপনি মাতিয়া ;—
গান কেন মম আসে না ?
নিস্তব্ধ রজনী—তরুলতা যত
নীরব সঙ্গীত গাহে অবিরত ;
মলয় বাতাস সুগন্ধ বহিয়া
মধুর আবেশে দিতেছে আনিয়া ;
আজি শুধু কেন গাহি না ?
সেই ফুলগুলি ফুটেছে হাসিয়া
আপন সৌরভ-গরবে বসিয়া ;—
আমি কেন তবু হাসি না ?
আজি পৌর্ণমাসী—আনন্দে সকলে
পুরেছে হৃদয়। আমি তবে কেন
প্রাণ ঢালি' গান গাব না ?
পরাণে আনন্দ লব না ?

—:ওঁ:—

৬ষ্ঠ বিন্দু—পবিত্র নাম।

গেয়ে যাব গান
খুলিয়া পরাণ
তাঁহারি পবিত্র নাম
মধুর করুণা-গান।
তবে রে আবার
বহিবে আমার
মরমে কবিতারাশ—
ফুলের সুরভিবাস;
তবে ফের হাসি
বাজাইবে বাঁশী—
ছাইবে তপত হিয়া
অমৃত মাধুরী দিয়া।

—ঃওঁঃ—

৭ম বিন্দু—অভয় প্রার্থনা। *

তোমার মহিমা গাহিবারে
যাচি হে অভয় দান।
অভয় পাইয়া দিশি দিশি
শোনাব তোমারি নাম ॥
হাসিয়া উঠিবে তরুলতা
পাইয়া নূতন প্রাণ।
উঠিবে গাহি বিহগগণে
উচ্ছ্বাসপূরিত গান ॥
পাপ তাপ যত দূরে যাবে
শুনিয়া তোমার নাম।
পুণ্যপ্রেম আসিবে সে গানে
করিবারে যোগদান ॥
বিশ্বজগত উঠিবে জাগি
করি' সে অমৃত পান।
মাতি' হরষে করিবে শুধু
তব দেব! জয় গান ॥
জয় জয় ভগবান।
তব দেব জয় গান ॥

—ঃওঁঃ—

৮ম বিন্দু—সাথে থাক। *

হৃদয়াসনে এস হে—
মরম দলিত পাপে।
জাগে শুধু শোকতাপে॥
প্রেমময় পিতা তুমি।
দীন হীন শিশু আমি॥
শীতল অমৃত ধারে।
বরিষ হে হৃদিপরে॥
রাখো হে জীবনধারে।
ডাকো বা মরণ পারে॥
তোমারি চরণে দিব।
প্রীতি প্রিয়কার্য্য সব॥
সদা দেব সাথে থাকো।
পাপ তাপ যাবে লাখো॥
নূতন অমৃত আশে।
আনন্দে হৃদয় ভাসে॥

—:ওঁ:—

৯ম বিন্দু—জীবনসমর্পণ। *

জীবন সঁপিনু আজ
তোমারি করিতে কাজ;
তোমারি আশীষ পেয়ে
প্রেমেরি মহিমা গেয়ে
ঘুচাব বিরহ-সাজ।
নয়নেরি জলে দেখিব যাহার
পাপতাপ ঝরে যায়।
ভাই ভাই বলে ডেকে লব তারে
আকুল মরম মাঝ॥
ভ্রমিয়া অরণ্যসারা
আসিবে যে পথহারা
তোমারি অমৃত নামে
জুড়াব তাহারি প্রাণে;
বহিবে মিলন ধারা।
গাহিবে তখন বিশ্ব-চরাচরে
প্রেমেতে আপনহারা;
অসীম সে প্রেম ধরিয়া জীবনে
ভাঙ্গিব মোহেরি কারা॥

—ঃওঁঃ—

১০ম বিন্দু—আকুলতা। *

এখনো কি কারাগারে?
এ কারা কি টুটিব না?
আলোক কি দেখিব না?
কারাগার টুটিবারে
ছিঁড়িবে হৃদয়-তার
যাক্ তন্ত্রী ছিঁড়ে যা'ক্,
আপনি আপনে পা'ক্—
ঘুচিবে যাতনা-ভার।
কোথা গেছ দয়াময়
এসময় দেখা দাও
অমৃত বরষি যাও
প্রাণ করি' নিরাময়।
মায়াপাশ পাশরিয়া
ছুটে যাব তোমা পানে;
সুধাবাণী শুনে কানে
থাকিব বিভোর-হিয়া।
তুমি তবে প্রকাশিবে
মধুর মুরতি লয়ে;
হৃদয়ের সখা হয়ে
দেহ-মন আলোকিবে।

—ঃওঁঃ—

১১শ বিন্দু—ক্ষমা কর।

কাতর পরাণে এসেছি হে
তোমার দুয়ার পানে।
কঠিন বেদনা জাগিছে হে
মরমের মাঝখানে॥
তোমারি চরণ র'ব ধরে
ছেড়ে আর যাব কোথা?
তুমি হে আমায় রাখ পিতা
ঘুচাও ঘুচাও ব্যথা॥
দুখ দাও—স'ব অকাতরে
তুমি যদি থাক কাছে।
বারেক দেখিলে তোমা জাগে
আনন্দ হৃদয় মাঝে॥
তাই ডাকি তোমা দেব-দেব
ক্ষম মোর শত পাপ।
মরমে বরিষ অমৃত হে
ঘুচাও ঘুচাও তাপ॥

—:ওঁ:—

১২শ বিন্দু—শ্যামল মরুভূমি। *

মুহূর্ত্তের তরে এসেছি হেথায়
আবার যাইব চলে।
কে কোথায় তখন রহিব পড়ে
কোন্ লোক লোকান্তরে॥
তাই যতদিন আছি এ জগতে
ক্ষুদ্র ধরি' এই প্রাণ।
গাহিব কেবলি তোমারি মহিমা
তোমারি মঙ্গল নাম॥
ধরণী ছাড়িয়া সে গান চলিবে
অনন্তের মধ্য দিয়া।
পদতলে তব ভাঙ্গা ভাঙ্গা তানে
শোনাবে দগধ হিয়া॥
প্রেমবারি দিয়া করিবে শ্যামল
মরমের মরুভূমি।
আবার হাসিব
নয়ন মুছিয়া
আবার গাহিব
জয় ভগবান তুমি
ধন্য হোক মরুভূমি॥

—:ওঁ:—

১৩শ বিন্দু—বারতা নব। *

চলে যা রে—

চলে যা আমার গান

উনমুক্ত শূন্যপথ দিয়া

আদি অন্তে জগত ছাইয়া

চলে যা আমার গান।

প্রেম দিয়া গলারে পাষাণ

ঢেলে দেরে অসীম পরাণ

হে মহা অনন্ত গান॥

মহাবিশ্বে খেলে তারা

আপনা-অনন্ত হারা

লইয়া শিশুর মত

পুত্তলিকা শত শত!

কোথা ভেসে যাবে শেষে

মাঝিহীন তরী বেশে—

ভীষণ আবর্ত্ত স্রোতে

কোন্ সাগরের পথে!

এনেছি বারতা নব

শুনিয়া জাগিবে তারা;

মোহকায়া টুটি'সব

ছুটিবে পাগলপারা

পুত্তলিকা শত রেখে

অনন্তেরি ক্রোড় দেখে।

এনেছি বারতা নব—
অনন্ত প্রেমের বলে
মোহ আঁধা দলি' সব
নূতন অসীম বলে
ধাইবে মায়ের পানে
নূতন জাগ্রত প্রাণে॥

তাই বলি গেয়ে যা রে—
গেয়ে যা আমার গান
তপনের সাথে সাথে।
গেয়ে যা আমার গান
প্রচণ্ড ঝটিকা সাথে॥
গেয়ে যা আমার গান
মধুর জোছনা রাতে।
গেয়ে যা আমার গান
সুমন্দ দখিনা বাতে—
প্রেমাকরে প্রাণে জানি'—
বাধা কোন নাহি মানি';
নূতন আসিবে আলো
কুসুম ফুটিবে ভালো;
নূতন হাসিবে চাঁদ
প্রাণ করি' উনমাদ॥

[১৭]

তাই বলি চলে যা রে—
চলে যা আমার গান
আকাশের মধ্য দিয়া
মরুভূর মধ্য দিয়া
চলে যা রে চলে যা রে—
অনন্ত প্রেমের গান
অনন্ত প্রাণের গান ॥

—:ওঁ:—

১৪ম বিন্দু—সফলকাম।*

শোন তবে শোন যে আছ জগতে
চলেছে আমার গান—
কারো অশ্রু এতে যদি মুছে যায়।
পাপ তাপ কারো যদি ধুয়ে যায়॥
সংসারের পারে যদি যায় নিয়ে।
মরমে আনন্দ যদি যায় দিয়ে॥
তখনি বুঝিব ধরণীতে আমি
হয়েছি সফলকাম॥
আকুল পরাণ সঁপেছি তাঁহারে
লভেছি অমৃতধাম॥
হৃদয়ের ব্যথা যাবে দূর হ'য়ে
অনন্ত প্রেমের সুরে।
সে বাঁশীর ডাকে বিশ্ব এক হবে
বিরহ রহিবে দূরে॥

—:ওঁ:—

১৫ম বিন্দু—খুলে রাখ।

নয়ন আমার ভুলেছিলি সারাদিন
ধরণীর কোলাহল মাঝে।
তবুও কি তোর মেটেনা তিয়াশা ঘোর?
আঁধার আসিছে হের পাছে॥
সম্মুখে চাহিয়া বারেক দেখ্‌রে তুই
ডুবে যায় সন্ধ্যার তপন।
বিস্তারিয়া মহিমায় অপূর্ব্ব উজ্জ্বল
ব্যাপ্ত তাহে সন্ধ্যার গগন॥
প্রভাতে কনকভানু জগতের সাথে
একতানে গাহিবারে গান।
উদিত হইয়াছিল শুভ্র জ্যোতি মাঝে
জাগায়ে সুপ্ত ধরণী-প্রাণ॥
মধ্যাহ্নে জাগ্রত জগতের কলকল
বাধা দিল ধেয়ানে তাহার।
ধরাপৃষ্ঠে তাই ধ্যানভঙ্গে রুদ্রসম
বরষিল তীব্র বহ্নিধার॥
সন্ধ্যায় আবার মগন হইতে ধ্যানে
ডুবে যায় অগাধ সাগরে;
সেথা আহা কোলাহল কোন কিছু নাই
শুধু শান্তি অশান্তির পারে॥

আঁধার এখন ধীরে—নামিছে নিঃশব্দে
গেছে সবে আপন আবাসে।
প্রকৃতি দেখিছি ধ্যানে—মগন গভীর
পড়িছে না নিমেষ নিশ্বাসে॥
প্রশান্ত সন্ধ্যার মাঝে তুইও হৃদয়
খোল—খোল—পাষাণ দুয়ার
প্রাণের মাঝারে আনো শুভ্র আলো
পূর্ণ কর অন্তর গুহার॥
যাঁহার প্রসাদে দেখিছ অনন্ত রাজ্যে
সীমাহারা রবি শশী তারা।
রাখগো খুলিয়া তাঁহারি লাগিয়া প্রাণ—
আসুক বিশুভ্র রশ্মিধারা॥

—:০:—

১৬ম বিন্দু—আশা ?

আজি এ কোথা হতে'
আসিল পাপের বায় !
কে আনিল লুকায়ে
মরমের যাতনায় ?
আপনি আপনাতে
ছিনু মগ্ন ঘোর ধ্যানে—
কেন পাপ আসিলি
তারি হায় মাঝখানে ?
দেখিতাম হৃদয়ে
মধুর প্রভাত-শ্বাসে
প্রতিদিন পিতারি
পরিপূর্ণ প্রেম ভাসে।
দেখিতে পাই না তা'
আজিকে হৃদয় মাঝে—
অজানা পশি' পাপ
আহ্লাদ উচ্ছ্বাসে নাচে।
প্রতিপদ নিঃক্ষেপে
ডুবে যাই—ডুবে যাই—
কোন্ নরক মাঝে
কিছুরি মেলে না ঠাই।

একিরে কোথায় পড়িনু আসিয়া—
আলোকের কণা নাই !
নাচে হেথা শত পিশাচের দল
বিকট বিরূপকায় !
তাদের আঁধার আলোকের ছায়ে
হয়েছে ভীষণতর ;
তাদের হয় রে কোলাহলে যেন
স্তব্ধতাও স্তব্ধতর ।

উঠিব কেমনে এ নরক হ'তে
কার স্নেহ-হাতে ধরি ?
এমন বন্ধু যে কেহ নাই মোর—
কারে আর ডেকে মরি ?
দিবস কাটায়ে বৃথায়—বৃথায়—
কারে আর ডেকে মরি ?
সত্যই কি ভবে কেহ নাহি মোর
তুলিবে যে কোলে করে—
স্নেহের বিন্দুটী দিতে নাই কেহ
তৃষিত প্রাণের পরে—
হা ! কোথা যাব—যাব রে !

ও কি ! ও কি ! কে দেখালে
এ ঘোর আঁধার মাঝে
তবুও আলোক আছে ?
নৈরাশ্যে কে আশা ঢালে ?

তবে রে আলোকে চল ;
  প্রাণ দিয়ে ভেঙ্গে ফেল,
  অন্ধকার ছিঁড়ে ফেল—
পাইবে অপূর্ব্ব বল।

বিপ্লব বাধায়ে দেরে
  পিশাচ দলের মাঝে ;
  অনন্ত মঙ্গল আছে
হৃদয় আসন পরে।
তুমি হে পরম পিতা
  হৃদয় তোমারি প্রেমে
  বেঁধে দাও, বেঁধে দাও—
প্রেমময় তুমি পিতা।
কিছুতে তা হলে আর
  আসিবে না কাছে পাপ—
  ঘুচে যাবে শোকতাপ ;
    আবার বিরলে রব ;
মগ্ন হে তোমার ধ্যানে
    আলোক-প্রাসাদে র'ব ;
  ধরণীর মলিনতা
  কানাকানি ক্ষুদ্র কথা
  বিষয়ের মোহমায়া
  মরমের তীক্ষ্ণ ব্যথা
    দূরেতে ত্যজিব সব।

মগ্ন র'ব তব গানে—
অনন্ত সত্যের প্রাণে
অনন্ত জ্ঞানের ধামে—
অনন্তেরি পূর্ণ নামে।

—:ওঁ:—

১৭শ বিন্দু—কোথায় তুমি ?

কোথায় তুমি—কোথায় তুমি ?
    কাঁদি হে দেব তোমারি লাগিয়া।
ধরিয়া চরণে তব বাসনা ভুলিব সব
    ব্যাকুল প্রাণ ঢালিব গাহিয়া॥
তোমারে জননী দিবস রজনী
    রাখি হে যেন যতনে ধরিয়া।
কখনো হাবালে ভুলি কোলেতে লইয়া তুলি
    জুড়ায়ো তব করুণা ঢালিয়া॥

—:ওঁ:—

১৮ম বিন্দু—মৃত্যুপাশ।

মরণে ঘিরেছে আমায় ;
এঘোর বাঁধনে ছাড়াতে পারিনে—
জরজর পরাণ হায়।
তোমারে ছাড়িয়া শান্তি পাবে হিয়া
জননি বল হে কোথায় ?
কে আর ডাকিবে আকুল আহ্বানে
কে আমার সে আছে হায় ?

—:ও:—

১৯ম বিন্দু—জীবনতরী।

জীবনতরী ভেসে চলে গেল গো—
ভেসে চলে যায়।
স্রোতের টানে আপনহারা ওগো
কোথা গেল হায়॥
পড়ে যদি শেষে অকূল পাথারে
কে রাখিবে তায়।
তরী ফেলে মাঝি গিয়াছে কোথায়—
তারে কে বাঁচায়॥
তবে বুঝি গেল অজানা সাগরে
বিসর্জ্জিত প্রায়।
ওগো কোথা গেল তরী—ভেসে গেল—
কোথা গেল হায়॥
ভেসে কোথা যায়॥

—:ওঁ:—

২০ম বিন্দু—ক্রন্দন ।

কাঁদি হে তোমার দরশন আশে—
আমায় ছাড়িলে তুমি
ধরিব কাহারে আমি
মিটাতে আমার আকুল তিয়াষে ?
কোথা যাব—কার দুয়ারের পাশে
ভবের গহন মাঝে ?
কেহই ডাকে না কাছে—
বহিছে কেবল হতাশের শ্বাসে ।
আকুল মরমে লয়ে
চরণে এসেছি ধেয়ে
করুণায় লভিতে সুরভি-বাসে ।
দাও হে অতুল আনন্দ উচ্ছ্বাসে—
মুছে যাবে তাপরাশি ;
প্রেমের বিমল হাসি
আসিবে শীতল অমৃত বাতাসে ॥

—:ওঁ:—

২১ম বিন্দু—জীবনসন্ধ্যা।

জীবনের সন্ধ্যা এল
আঁধারের ছায়া ফেলে।
দিবস ঘুমায়ে গেল
দীনবন্ধু অবহেলে॥
জেনেও পড়েছি ওহে
কতবার পাপমোহে
তুমি না মুছালে- বল
কে মুছাবে আঁখিজলে॥

—:ওঁ:—

২২ম বিন্দু—ভবসাগর।

ভবের সাগর মাঝে
সন্ধ্যা হয়ে এলরে ভাই।
দেখে নে কিনারে কোন্
ওরে মাঝি লাগাবি নায়॥
যখন মেঘেতে পরে
ছাইবে আকাশের গায়।
না পেয়ে তখন কূল
করতে হবে হায় হায়॥
সন্ধ্যা হয়ে এলরে ভাই॥
তাই বলি আগে হতে
রাখবি কোথা দেখরে ভাই।
কূল যদি নাহি মিলে
আয় রে আমার সাথে আয়॥
অকূলেরো আছে কূল
আয় যত ভাই আছিস যেথায়
সেথা গেলে হবে নাকো
ফিরে যেতে ভবের আঁধায়॥
সন্ধ্যা সেথা নাইরে ভাই॥

—:ওঁ:—

২৩ম বিন্দু—আনন্দ।

কি আনন্দ উথলিল হৃদে
তব প্রেম লভিয়া।
বিষাদের অন্ধকার মাঝে
প্রাণ লভি জাগিয়া॥
অগণন তারাগণ মাঝে
কাহারে হেরি না যে।
দেখি শুধু তব প্রেমপূর্ণ
মধু আঁখি বিরাজে॥

—:ওঁ:—

২৪ম বিন্দু—অমৃতধাম।

পেয়েছি যে অমৃতধাম—
সেথায় গাহিছে
নীরব গম্ভীর আনন্দে
সুরগণে তাঁহারি নাম।
তবে গাও সবে
গাও মহান জয়রবে—
যাক সেথা তাঁহারি গান।
এ মহিমা গানে
শুনিবে সুরঋষিগণে—
আশীর্ব্বাদ করিবে দান ;
বিকশিবে নূতন প্রাণ॥

—:ওঁ:—

১৫ম বিন্দু—দাদা। *

এ ধরায় যত ছিল তব কাজ
   সকলি ফুরায়ে গেছে।
দেবদেব তাই লয়েছেন ডাকি
   তোমারে আপন কাছে॥
গেছ তুমি চলি অনায়াসে ছাড়ি
   সংসারের ধূলি যত।
দেবগণ সাথে অতুল আনন্দে
   করিছ সঙ্গীত কত॥
আমরা হেথায় পড়ে আছি পিছে
   সংশয় হতাশা মাঝে।
ছোট ছোট সুখ ছোট ছোট দুখ
   হৃদয় পুরিয়া আছে॥
ভবকারাগারে বদ্ধ আছি মোরা
   মায়ার নিগড় ডোরে।
শ্রমকষ্ট তাই পোত কাজে পাই
   ভগন হৃদয় ভরে॥
তুমি দেবলোকে বিচরিছ সুখে
   ত্যজিয়া ক্রন্দন শোক।
তোমার আনন্দে নাহি কোন বাধা—
   আনন্দনন্দন-লোক।

মুছায়ে দেছেন ভগবান তিনি
অশ্রু তব চিরতরে।
আনন্দ সঙ্গীত শুনিতেছ সদা
বসি তাঁর পদতলে ॥
সে গান পশে না আমাদের কানে—
মরণে লইয়া খেলি।
কাহার না যায় দেখিবারে সাধ
সে আনন্দ কোলাকুলি ॥

—:ওঁ:—

২৬ম বিন্দু—শুকতারা।

গম্ভীর ধেয়ানে মগ্ন দেখি
গভীর প্রত্যূষ হ'তে
বিস্তারি আপন শুভ্র জ্যোতি
মহান আকাশ পথে।
কহিছ কি তুমি পাপী মোরে
করিতে সাধনা ঘোর ?
তোমারি মত গভীর ধ্যান
ধরিব অন্তরে মোর।
পাপতাপ যত যাক্ দূরে
আসুক প্রেমের বায়
পরিমল দিয়া ছাইবারে
চরাচর বিশ্বকায়॥

—:০:—

২৭ম বিন্দু—শুকতারা।

নিস্তব্ধ দশদিশি—
জোছনা গিয়েছে মিশি
প্রভাতের অন্ধকারে
জাহ্নবীর পরপারে ॥
সুদূরে বাজিছে বাঁশী—
ঊষার অস্পষ্ট হাসি,—
মরমে পশিছে আসি
বায়ুর হিল্লোলে ভাসি
মৃদু মৃদু ভাঙ্গা তান
জাগায়ে ঘুমন্ত প্রাণ ॥
অসীম নীলিমা মাঝে
শত তারা চেয়ে আছে
মিটি মিটি ঢুলনয়নে
আলসমাখানো প্রাণে ॥
এরি মাঝে আত্মহারা
প্রভাতের শুকতারা
মগন গভীর ধ্যানে
পরম পিতার নামে ॥

অয়ি তারা মনে করি
ছুটে যাই কাছে তোরি,
তোরি সাথে বাস করি
ধরনী ত্যজিয়া চলি' ॥

নিষেধ কি সে সেথা
বুঝিতে পারিনে হেথা।
হেথায় স্তব্ধতা মাঝে
তবু কোলাহল আছে ॥
তাই চাহি তোরি সনে
অসীমের এক কোণে
বসিতে গভীর ধ্যানে ;—
গাহিতে প্রশান্ত প্রাণে
পরম পিতার নাম,
তাঁহারি মহিমা গান ॥
শুনিতে পাইয়া তাহা
জগৎ করিবে হা—হা।
ঝরে যাবে অশ্রুধারা
গলিত মরমধারা ॥
তখনি সফল-আশ
সুরভি ফেলিব শ্বাস।
তার মৃদু পরিমলে
ছেয়ে যাবে চরাচরে ॥

—:ওঁ:—

২৮ম বিন্দু—নীরব প্রেম।*

প্রেমের সন্ধানে যদি কেহ ফিরে।
ভাল বেসে যাক চিরকাল তরে॥
কেবলি কথার না বাড়ায়ে রাশি।
আমি তোরে বড়—বড় ভালবাসি॥
নীরব ভাবের প্রেমেতে রাজত্ব।
অভাবে কি কষ্ট—প্রেমেরি এ তত্ব॥

—:০:—

২৯শ বিন্দু—অমৃত।

নির্ঝরিণী গেয়ে গেয়ে
ফুলগুলি ছুঁয়ে যায়।
উজলি পূর্ণিমা নিশি
বিমল জোছনা ভায়॥
দূরেতে বাজায় বাঁশী—
মধুর পশিছে কানে।
তোরি কথা জেগে ওঠে
মরমের প্রতি গানে॥
আয় তুই প্রাণপ্রিয়ে
তোর লাগি গাঁথিয়াছি।
নিশীথ শিশিরমাখা
গোলাপের মালাগাছি॥
মধুরের মধুরতা
রহেনা—রহেনা হায়—
তুই না বসিলে কাছে;—
মৃত্যুও অমৃতপ্রায়॥

—:০:—

৩০ম বিন্দু—আসি কেন ?

প্রতিদিন কেন আসিগো হেথায় ?
জানালার পাশে বিমল মুখখানি
দেখিবারে তব বড় সাধ যায়
তাই প্রতিদিন আসিগো হেথায়।
উন্মুখ পরাণে সাঁঝের বেলায়
চা'বি দুটী তব প্রশান্ত নয়নে—
দেখিবারে তাহা বড় সাধ যায়
প্রতিদিন তাই আসিগো হেথায়।
দেখিব তোমার শান্ত মূর্ত্তি তায়
অশান্তিপূর্ণ এ সংসারের মাঝে ;
আকুলতা শুধু লয়ে আছি তায় ;
প্রতিদিন তাই আসিগো হেথায়।
শুনিব তোমার বাণী সুধাময়—
আকুলতা দূরি' রেখে যাবে হৃদে
মরমজুড়ানো মধু শান্তিধায় ;
প্রতিদিন তাই আসিগো হেথায়।
সন্ধ্যায় তপন অস্তাচলে যায়,
সুধামাখা চাঁদ উদিয়াছে হেথা—
থাকিতে চাহিগো তাহি সুধাছায় ;
প্রতিদিন তাই আসিগো হেথায়॥

—:০:—

৩১শ বিন্দু—প্রার্থনা।

আমি শুধু মাগিব অভয়
তারে ভাল বাসিবার ;
দিবানিশি শুধু তার লাগি
জীবনেরে সঁপিবার॥

—:০:—

৩২য় বিন্দু—কাছে আয়।

হৃদয়ের মাঝখানে
আয় কাছে আয়।
সুকোমল দুটী হাতে
বাঁধরে আমায়॥
পাড়বে মাথাটী তোর
বুকের পরেতে মোর—
ধীরে ধীরে গান গাব
কেবলি প্রেমের গান।
সে গানে পাড়াব ঘুম
মধুর বাঁধিয়া প্রাণ॥
তুইরে পড়িবি ঘুমি'
কপোলেতে দিব চুমি;
আর শুধু চেয়ে র'ব
ওই তোর মুখপানে।
স্বপনে রহিব ভোর
মরমজুড়ানো গানে॥
দেখিবারে চাস যদি
কাছে তবে আয়।
মরমের প্রতি পত্রে
তোরি গাথা ভায়॥

—:০:—

৩৩ম বিন্দু—জাগরণ।

উঠিনু স্বপনে তোর
সুখের প্রথম ঘুমে।
মলয় বহিছে ধীরে,
তারা জ্বলে শূন্যভূমে ॥
উঠিনু স্বপনে তোর —
কে যায় আমায় নিয়ে।
কে জানে কেমনে মোরে
তোমারি দুয়ারে প্রিয়ে ॥
মূরছে চঞ্চল বায়
নীরব আঁধার স্রোতে।
রতে ন চম্পকবাস
সুখ যেন স্বপনেতে ॥
কোকিলের হায় তায়
আপন মরমে মরে।
মরিবার মত আশ
প্রিয়ে তোর হৃদিপরে ॥
ওঠা' মোরে ! দূর্বাদলে
অবশ পড়েছি ঢলে।
ঝরুক চুম্বনে প্রেম
ম্লান আঁখি ওষ্ঠপরে ॥
(মোর) কপোলে মলিন ভায়
(মোর) মরম বাজিছে জোরে।
(আবার) হৃদে তব বাঁধ মম
হৃদি—সেথা যাক ঝরে ॥

—:ওঁ:—

৩৪ম বিন্দু—বিরহ।

অত্যুচ্চ পর্ব্বত হতে স্রোতস্বিনী যথা
 সাগরের পানে ছুটে চলে যায়।
আমার পরাণ তথা চিরকাল তরে
 তব অভিমুখে উছলিয়া ধায়॥
যেথায় থাক না তুমি সেথা আমি আছি;
 কাছে আছি জেনো, দূরে যদি থাকি।
সুদূর প্রবাসে যবে, তব বক্ষতীরে
 আমার বুকের বাজে ধুকধুকি॥
নয়ন তুলিয়া দেখ আমি তব কাছে;
 প্রাণভরে দেখি তব মুখচ্ছবি।
তোমায় সদাই হেরি, তব কথা শুনি;
 তব আলিঙ্গন সদা অনুভবি॥
চুম্বকে যেমন টানি' লৌহে নিজপানে
 বিছায় আপন ধর্ম্ম লৌহময়।
প্রাণের মাধুরী তব ছায় সেই মত
 মম চিন্তারাশি—তব প্রাণময়॥
নয়ন দুখানি যাহা হারাই বিরহে,
 মনমাঝে আরো উজলিয়া উঠে।
অধরের চুমুটুকু লভিতাম কাছে,
 বিরহে মাধুরী আরো তার ফুটে॥

কর্ত্তব্য যদি বা থাকে—করিতে হইবে
বলি' দিবানিশি পূজি না তোমায়।
সৌন্দর্য্য যদি বা তুমি বিলাও চৌদিকে—
পূজা তারি হেতু দিই না তোমায়॥
আমার প্রাণের কথা—যাহা আমি চাই,
আমি যাহা শুধু হৃদিমাঝে জানি—
জানি নাক কি কারণে তোমায় অন্তরে
দেবী বলে সদা পূজি বহু মানি'॥
পাথরের বাঁধ ভাঙ্গি' আলো দেখিবারে
তৃণগাছি খানি জেগে উঠে যথা।
সুখের স্বপন দেখি ঘুমন্ত মানুষ
দুঃখ দিবসের ভুলে যায় যথা॥
আমার পরাণ তথা আকুলিয়া ধায়
শুধু তোমা পানে—তোমা পানে শুধু।
দুঃখীর স্বপন তুমি সুখভরা ওগো,
জীবনের আলো, তুমি প্রাণবঁধু॥
যেথায় থাকনা তুমি, সেথা আমি আছি;
কাছে আছি জেনো, যদি দূরে থাকি।
মন দিয়া শোন তুমি—শুনিবারে পাবে
সুদূর পরাণে বাজে ধুকধুকি॥

—:ওঁ:—

৩৫ম বিন্দু—ভগ্ন-হৃদয়।

সারা রাতি জেগে জেগে
তারাদের ডেকে বলি—
"প্রিয়ারে জানায়ে এস
মোর কথা ত্বরা চলি'।"
প্রভাতে তপনে বলি—
"ত্বরা করে যাও তুমি
আলোকে উজলি' দিও
প্রিয়া যে পরশে ভূমি।
"যাইবার আগে কিন্তু
হৃদয় দিতেছি খুলে;
দেখে যাও—বোলো তারে
কারে সে রয়েছে ভুলি?
"তিলমাত্র নাহি স্থান—
বহিছে রক্তের ঝোর,
প্রিয়া তাহে হলে সুখী
আমিও সুখেতে ভোর।"
দোলায় দুলিলে ঘুম
শিশুর নয়নে আসে;
সেই মত সারারাতি
হৃদয়ের শান্তি-আশে

এধার ওধার করে
বেড়ায়েছি শ্রান্ত মনে ;
সুখ শান্তি নাহি তবু
শুধু তোমারি বিহনে।
এস তুমি কাছে এস
ঢাল প্রাণে শান্তি সুখ ;
মুছে যাক তপ্ত অশ্রু
হৃদয়ের শ্রান্তি দুখ।
কতদিন আর তুমি
মিলনে রাখিবে দূরে—
নির্বাসন দণ্ডে হায়
হৃদয়েরে ভেঙ্গে চুরে ?

—:ও:—

৩৬ম বিন্দু—উপহার।

মরমে প্রেমের গীতগুলি
তারে এনেছি সঁপিতে ;
হা ! সে কি প্রেম-কোমল করে
পূজা আসিবে লইতে ?
কতদিন করেছিনু আশা
প্রাণ খুলে কথা কব ;
তিয়াশা পুষিনু প্রাণে প্রাণে
চরণে রাখিতে সব ;
আজ কি পুরাবে প্রাণ ভরে
হৃদয়ের সে তিয়াশা ?
আজ কি হৃদয়ে দিবে ঢালি
তার পূর্ণ ভালবাসা ?
আমার প্রাণের ম্লানগাথা
লাগিবে কি ভাল তার ?
দুটী বিন্দু অশ্রু ফেলিবে সে
মুছাতে মরম ভার ?
না—না—চাহিনা চাহিনা কিছু
প্রতিদান কাছে তার।
যাহা কিছু আছে মম সবি
দিব তারে উপহার ॥

—:০:—

৩৭ম বিন্দু—জন্মদিনে।

কোন্ আকাশে ছিলে কোন্ গ্রহমাঝে
অপরূপ জ্যোতির্ম্ময় রূপখানি লয়ে ?
কেন এলে দেবি তুমি সেই তারা ছেড়ে
আমার অশান্তি মাঝে ?—শান্তি আনিবারে ?
মোরে তুমি ভালবাস ? কোলাহলে মোর
ফেরাবে না মুখ ? হৃদয়ে রাখিবে মোরে ?
এতদিন জানিত না হৃদয় আমার
দূর গগনের দূর গ্রহ হতে কেহ
বাসিতে পারে গো ভাল এতটুকু মোরে ;
সুতপ্ত হৃদয়পরে এনে দিতে পারে
এতটুকু শান্তিবারি—অমৃতের বিন্দু ;
মরণ মাগিত তাই—অশান্তির নাশ।
এখন জেনেছি আমি—আজ হতে চা'ব
প্রেমের কোমল করে সঁপিবারে প্রাণ।
এই শিক্ষা শিখায়েছ দেবী গো আমায়—
দক্ষিণা এনেছি তাই শুভ জন্মদিনে॥

—:o:—

৩৮ম বিন্দু—হৃদয়। *

সাগরের তলে মুকুতা রাশি,
গ্রহ তারা কোটী খচিত আকাশে ;
আমার হৃদয়ে—আমার কিন্তু
হৃদে শুধু প্রেম সদা পরকাশে।
সাগর আকাশ মহান জানি,
তাহতে মহান হৃদয় আমার ;
মুকুতা তারকা সকল হ'তে
উজল প্রকাশে মম প্রেমহার !
যউবনে ভরা রমণী তুমি
মোর সে হৃদয়ে থাকগো বসিয়া ;
সাগর, আকাশ, হৃদয় মম
প্রেমধারে ঝরে সকলি গলিয়া।

—ঃওঁঃ—

৩৯ম বিন্দু—প্রিয়া।

আমারি আপন হাতে বাধ হাত প্রিয়ে।
তোমারি বুকেতে মোরে লহগো টানিয়ে॥
নিরালা সুদীর্ঘ পথ কঠিন সংসারে।
ছাড়িয়া যাবে না বল তাহারি মাঝারে॥
না থাকিলে কাছে হৃদয় আঁধারে ছায়।
পরাণের আশালোক সবি নিভে যায়॥
থাকে না সংশয়ভয় থাক যবে পাশে।
আঁধার ঘুচিয়া হৃদে আলোক বিভাসে॥

ভালবাসা মূর্ত্তিমতী তুমি
স্থির জানি মোর প্রতি।
তোমায় জগতে চাহি শুধু—
সবি আর তুচ্ছ অতি॥
আমার সকলি তুমি ওগো—
সুন্দরি হে প্রাণ প্রিয়ে।
তোমারি বুকেতে রাখ মোরে—
বিশ্রাম আসুক চিরে॥

সেথা শান্তি পেতে দাও চিরকাল তরে।
তোমায় রাখিতে কাছে চাহি প্রাণ ভরে॥
নিষ্ঠুর অদৃষ্ট মম, নিষ্ঠুর সংসার।
তোমায় কেমনে ছাড়ি—চৌদিকে আঁধার॥
জীবনাশা নাহি রাখি তোমায় ছাড়িয়া।
নির্ভরের নাহি স্থল তোমারে ত্যজিয়া॥
লতাতন্তু সম বেধে রাখ প্রিয়ে মোরে।
আমারি সর্ব্বস্ব থাক লোকলোকান্তরে॥

—:ওঁ:—

৪০ম বিন্দু—মিলন।

এসহে মরমের কাননে
চেয়ে থাকি তোমা লাগি
বেয়াকুল পরাণে।
সুখের দুখের কথা
আকুল শোনাব গাথা ;
জোছনা নিশি রহিবে শশী
চাহি দোঁহার পানে ;
মিলিবে পরাণ দুটী
হাসিবে সন্ধ্যা গগনে।
প্রেমের চুমেতে তোরে
প্রাণেতে রাখিব ধরে
পাগলপারা হাসিবে তারা
এই শুভ মিলনে॥

—:ও:—

৪১ম বিন্দু—জানাব কেমনে ?

বিজনে তাহারে ভালবেসে
 মরমে শুকায়ে যাই।
বিকশিত গোলাপ যেমন
 গভীর কাননে হায় ॥
কভু যদি তার মুখখানি
 মলিন দেখিতে পাই।
প্রাণের বেদন জানিবারে
 আকুল পরাণে ধাই ॥
ভয়ে কাঁপে হিয়া দুরু দুরু
 দেখে বুঝি কেহ মোরে।
এখানে ওখানে চেয়ে চেয়ে
 যাই কাছে ত্বরা করে ॥
কত কথা কহিব তাহারে
 ভাবিয়া ভাবিয়া সারা।
তার কাছে গিয়া—ভুলি সব—
 হইগো আপনা-হারা ॥
ফিরে আসি ধীরে দেখি' শুধু
 প্রেমের মু'খানি তায়।
তারে কত—কত ভালবাসি
 জানাতে নারিনু হায় ॥
বিজনে তাহারে ভালবেসে
 মরমে শুকায়ে যাই।
প্রাণে প্রাণে কত ভালবাসি
 জানাব কেমনে তায় ॥

—:০:—

৪২ম বিন্দু—আসেনা কেন ?

সন্ধ্যায় তপন ডুবে গেল
পাখীরা আবাসে ফিরে এল
পূরবে আঁধার ঢেকে গেল
তবুও আসেনা কেন সে হায় !
দিবসে গেছিল কাজে যারা
সন্ধ্যায় ফিরেছে দেখি তারা
প্রেয়সী বিরহে ম্লানপারা';
তারে ত আসিতে দেখি না হায় !
সুন্দরী রমণী হেসে হেসে
দাঁড়ায়ে চেয়ে পশ্চিম দিশে—
ঐবুঝি ঘরেতে প্রিয় আসে
আমারি সে কি আসিবেনা হায় !
কৃষাণবালিকা চেয়ে আছে
কৃষাণ কখন্ আসে কাছে—
সুদূর প্রান্তরে গেছে কাজে ;
সে কেন ফেলে গেলরে আমায় !
হাঁসেরা দিবসে ছাড়া ছিল
সন্ধ্যায় দোঁহায় মিলে গেল
হরিণ হরিণী ঘরে এল
আমারি শুধু সে এল না হায় !
সবারি গেল মরম ব্যথা ;
আমারি প্রাণে বিরহ গাথা।—
কহিব কারে ? কোথা সে—কোথা ?
এল না—সে আর এল না হায় !

—:ওঁ:—

৪৩ম বিন্দু—সেই গান।

প্রিয়ে আর
সে গান কি গাহিবি না
লাজমাখা মৃদু স্বরে
গাবি নে সে গান আর ?
মনে পড়ে সেই রাতি
গাহিতে কহিনু তোরে ঃ—
তারাগুলি চেয়ে দেখে
মধুর জোছনা ভাতি ?
"গাব না, গাব না" করে
গাহিলি শেষেতে তুই ;
কি মধুব লেগেছিল—
পরাণ গেছিল ভরে।
ডেকেছিলি সেই যবে
মধুব বাঁশীর ডাকে—
সেই প্রেমে ডুবে আছি,
ভুলে আছি আর সবে ;
কত স্বপ্ন গিয়েছিল
তোর হাতে প্রাণ দিয়ে
হইতে আপনহারা ;
কত সাধ হয়েছিল

কপোলে কপোল রেখে
প্রেমের চুম্বন দিতে ;
দুহাতে বাঁধিতে,তোরে
মরমে মরম রেখে।
তুই রে রাখিবি ধীরে
মাথাটী বুকেতে তোর—
ওই বুকে প্রতি শ্বাসে
উঠিবে পড়িবে ফিরে ;
প্রেমময় শতদল
ফুটিয়া দোঁহার শ্বাসে
করিতে জগতে মত্ত
ফেলিবেরে পরিমল।
গা'রে আবার সে গান—
পুরাণো মধুর তান ;
বিঁধুক আমার প্রাণ
স্বপন-মাখানো বাণ॥
তবেই বুঝিব আমি
বাসিস আমায় ভাল ;
মধুর শুনিতে তাই
প্রভাত হইবে যামি।

—ঃওঁঃ—

৪৪শ বিন্দু—ঘুমঘোরে।

গান গেয়ে আন নয়নে ঘুমের ঘোর।
আঁধার ছেয়েছে ধরা—থেমে গেছে গোল॥
পৃথিবীর যাহা কিছু চাহি ভুলে যেতে।
সুদীর্ঘ দিবস ধরে চলিয়াছি পথে॥
হৃদয় হয়েছে ক্লান্ত—চাহিছে শুনিতে।
মধুর আবেশে ভরা সন্ধ্যার সঙ্গীতে॥
আমার হাতের পরে হাত তব রাখি।
ঘুমঘোর দাও আনি' নয়নেতে মাখি'॥
শোনাও তোমার প্রিয়ে সঙ্গীত মধুর॥
গাহিয়া জানাও মোরে—নহ তুমি দূর॥
(পুনঃ) বরষ যে কতনা প্রিয়ে
একা হেথা বসে আমি।
মিলন আশা চাহি' তোমারি
সুদীর্ঘ দিবস যামি॥
জীবনের উপকূল প্রিয়ে
গভীর আঁধার ঘেরে।
ছেড়োনা আমায়—আন গেয়ে
ঘুমের আবেশ ধীরে॥
আন চুমি দিয়ে নয়নে ঘুমের ঘোর।
তুমি শুধু প্রিয়ে—তুমি একা আছ মোর॥
ভেঙ্গে যাবে ঘুমঘোর জাগরণে যবে।
পরাণে ক্লেশের চিহ্ন নাহি কোন রবে॥

গান গেয়ে আন ঘোর ঘুমের নয়নে।
লভিতে দাওগো মোর বিশ্রাম পরাণে॥
জগতে তোমারে আমি ভালবাসি যত।
আর কারে পারিনাকো বাসিবারে তত॥
অবিশ্বাস হেথা শুধু—নাহি ভালবাসা।
তোমা ছেড়ে ত্রিভুবনে নাহি মোর আশা॥
(ধুয়া) বরষ দীর্ঘ কত না প্রিয়ে
একা হেথা বসে আমি।
পথ চেয়ে মিলনের তব
সুদীর্ঘ দিবস যামি॥
জীবনের উপকূল প্রিয়ে
গভীর আঁধার ঘিরে।
ছেড়োনা আমায়—এনে দাও
ঘুমের আবেশ ধীরে॥

—:০:—

৪৫ম বিন্দু—সংগ্রাম ।

আজ হ'তে সারাদিন ধ'রে গান গাব
মহান উদার সংগ্রামের গান ।
মরমের মাঝখানে ঘোর আঁধা হ'তে
আনিব মহান অসীমের প্রাণ ॥
কেবলি কি কুসুমের সুবাসের মাঝে
হইব অধীর আনন্দে মাতিয়া ?
কেবলি কি তটিনীর তরঙ্গের সাথে
স্বপনেতে ভোর চলিব গাহিয়া ?
কবে আসে পূর্ণিমা চাঁদিনী যামিনী
তাহে কি দেখিব অথির পরাণ ?
কোথা কোন্ বালা চেয়ে আছে মোর পথ
ঝরে যাবে তাই অশ্রু দুনয়ান ?

আর না—আর না ; অনন্ত সংগ্রামগীত
আজি হ'তে গেয়ে যাব প্রাণপণে ।
সংগ্রাম খেলিছে প্রকৃতির মর্ম্মমাঝে ;
সংগ্রাম কঠোর মানব জীবনে ॥
আদি কবি গেয়েছেন বাল্মীকি তাঁহার
সীতার হরণ—কবিতা অমর ।
নহে শুধু তাহা শেখাবারে এ জগতে—
হেথায় কেবলি সংগ্রামে নির্ভর ?

মহামুনি ব্যাসদেব গাহেন কি গান—
নহে শুধু তাহা অনন্ত সংগ্রাম ?
এমন উদার গান ত্যাজিবে না কভু
মানবের অমর মরমধাম ॥
চিরদিন—পুরাতন চিরদিন হ'তে
কবি যত এই গেয়েছেন গান।
চিরদিন—ভবিষ্যত চিরদিন কবি
গাহিবেন শুধু সংগ্রামের প্রাণ ॥
কখনো হইবে তাহা জাতিতে জাতিতে
ধরণীর চূর্ণ ধূলিরাশি ল'য়ে—
বুদ্ধির খেলায় কভু ; প্রতি কর্ম্ম মাঝে
সমীরণ যায় সংগ্রামের ব'য়ে ॥
সম্মুখে রেলের গাড়ী চলে যায় যবে
কত না পথিক ধনধান্য সহ !।
হৃদয় কাঁদিয়া হাসে কি এক আনন্দে ,—
ভেসে যাই যেন—কোথা—কোন্ পথে ॥
সংগ্রামের মধুগান মরমে পশিয়া
এনে দেয় ঢালি উন্মত্ত উচ্ছ্বাস।
আলিঙ্গিতে চাহি ও'রে সচেতন বলি
এমনি প্রেমের উদার হুতাশ ॥
যত কিছু কর্ম্মরাশি দেখিছি জগতে
প্রতি কার্য্যে দেখি জ্বলন্ত বাতাস
শুধু সংগ্রামের। কিছুই নাহিগো আর—
জীবনে মরণে শুধু বন্ধপাশ ॥

—:ও:—

৪৬ম বিন্দু—সে দিন কোথায়।

বসে আছি হেথা আমি
একা এ শ্মশান বিজনে।
হেথা যত তরুলতা
কাঁদিছে নীরব ক্রন্দনে॥
একদিন দেখেছিনু—
সে দিন চলে গেছে কবে—
এ গ্রামের হাসিমুখ,
সে দিন কি আবার হবে!
কি পাপের ফলে আজি
এ গ্রামে আসিল মরণ।
হাসি নাই হর্ষ নাই
গিয়াছে চলিয়া জীবন॥
এমন সময় ছিল
গ্রামের শ্যামল ছায়ায়।
কত লোকে এসে বসে
জুড়াত তাপিত হিয়ায়॥
নদী সেই বহে যায়
পাখীও গাহে সেই গান।
আজি কেন তবু হায়
তাহাতে জুড়ায় না প্রাণ॥

তখন বহিত নদী
　　　সুতীব্র পিপাসার ভরে।
তখন গাহিত পাখী
　　　মহান পুলকের স্বরে ॥
তখন উঠি’ রবি
　　　ফুটায়ে কত শত ফুল
অনন্ত তারকা গ্রহ
　　　জাগাইত হৃদয়মূল ॥
সে আনন্দ গেছে চলে
　　　এ গ্রামের পশ্চিম পারে।
হেথা শুধু রেখে গেছে
　　　নিরাশার ঘোর আঁধারে ॥
কত যে সোনার শিশু
　　　ছুটিয়া খেলত হেথায়।
আর তা’রা আসিবে না,
প্রাণ আর জুড়াবে না,
　　　সে দিন গেলরে কোথায় ॥

—:ওঁ:—

৪৭ম বিন্দু—অমর জগত।

কথন্ গাবে না আর
তটিনী সঙ্গীত রে ?
কথন্ যাইবে থেমে
দখিনে বাতাস রে ?
ছুটিবে না কবে এই
মেঘমালা ভাসি'বে ?
নীরব হইবে কবে
মরমের বাঁশী রে ?
সুন্দর প্রকৃতি হায়—
এতেও মরণ বে !
কভু নহে—কভু নহে—
কিছুই মরিবে না—
তটিনীর গান
বাতাসের প্রাণ
জলদের হাসি
মরমের বাঁশী
অনন্ত কালের তরে
কিছুই মরিবে না।
এখন দারুণ শীত
ঘেরিয়াছে ধরায়।
নিদাঘ শরত কাল
চলে গেছে কোথায় !

পাষাণ হয়েছে ধরা
অন্তর অবধি রে ;
জীবন কোথাও নাই
শূন্য—শূন্য সব রে !
বসন্ত আসিছে ফিরে
নূতন প্রাণে ভরা ;
জাগবে দখিনে বায়
উঠিবে মৃত ধরা ॥
বসন্ত আসলে ফিরে
সকলই প্রাণে ভরা ॥

—ঃওঁঃ—

৪৮ম বিন্দু—ঝড় ।

আয় রে প্রচণ্ড প্রভঞ্জন বায়
আমি তোর সাথে গান গাব—
হু—হু—ক'রে বহে যাবি প্রাণে ;
আমি মাতোয়ারা তোর গানে
উড়ে যাব—উড়ে যাব হোথা
ঐ যত উড়ন্ত মেঘপানে ।
আয় তুই ঝড়—বড় ভালবাসি
গম্ভীর প্রচণ্ড তোর রাব ॥
সুদূর পশ্চিমে দেখা দেয় মেঘ
শ্যামল কোমল তনুখানি ।
না জানি কি প্রেম বরষিবে
কত গান না জানি গাহিবে—
দিবসের এই পারাপারে
ফেলাইবে কত অশ্রুধারে !
ধরণী রয়েছে চেয়ে তার মুখ—
শুনিবারে তার মধুবাণী ॥

সহসা প্রচণ্ড বহিল বাতাস
উদার প্রেমের ছায়া নিয়ে ।
কড় কড় কড় পড়ে বাজ—
তিয়াশার গভীর নিশ্বাস ;

ঝর ঝর ঝর ঝরে জল—
বিরহী প্রাণের মৃদু আশ।
বহে যায় ঝড়—মিলনের ঝড়
ধরণীর বক্ষ আকুলিয়ে॥
ধরণীও যেন প্রেমপূর্ণ বুক
আধ খুলে ডাকে বিশ্বজনে—
কি মধুর উদার আহ্বান!
এমনি ডাকিতে ইচ্ছা করে
জগতের যে যেথায় আছে
সবারে ক্ষুদ্র আপন কাছে।
তখন যেন এ ক্ষুদ্রপ্রাণ
মহান উদার হয়ে পড়ে;—
কাহারো মানে না কোন বাধা—
কেবলি চাহে ঘুচায়ে আঁধা
জগতে আলোক এনে দিতে
অনন্ত সুন্দর প্রেমগীতে;
কি মধুর ঝটিকা আহ্বান!
ঝড় তুই আয় ফিরে ফিরে
আমার এই পাষাণ বুক
ছিন্নশির ভিন্ন আস্থ করে
যা—না—তুই অনন্তের তীরে।
জগতে পাইনি ভালবাসা—
ছলনায় পেয়েছি কেবলি।
আমি তবু বিলাইব প্রেম—
ক্ষুদ্র প্রাণের মহান আশা;

আমি তবু মুছাইব অশ্রু

অশ্রু আঁখি আসে যদি কাছে ;

প্রাণ খুলে ডেকে লব আনি'

ধরাতলে যে যেথায় আছে।

আমি যত দিতে চাহি প্রেম

কিছুতে তত পারিনে কেন ?

সংসারের কি এক কুহক

প্রতিপদে বাধা দেয় যেন।

তাই বলি ঝড় আয় ফিরে ;

আমার এই পাষাণ বুক

ছিন্নশিরা ভিন্নপাঁজর করে

নিয়ে যা — তুই অনন্ত তীরে।

সুদূর বিমল অনন্ত শিখরে

ব'সে রব পিতার চরণে।

সেথা হ'তে মৃদু মধুর সঙ্গীতে

ডাকিব আকুল ভাইগণে ॥

থেমে গেল জল

থেমে গেল ঝড় ;

দিশিদিশি বহে মৃদু বায়

মিলনের লইয়া সুবাস !

পাতে পাতে ঝরে বিন্দুজল

আনন্দের মধুর নির্যাস ॥

—:ওঁ:—

৪৯ম বিন্দু—কাঠুরিয়া। *

হোথায় দাঁড়ায়ে দুটী নারিকেল গাছ—
কাঠুরিয়া তুমি ছুঁয়োনা তাদের।
তাদের অঙ্গের পরে কোরোনা আঘাত
সুতীক্ষ্ণ নিষ্ঠুর তব কুঠারের॥
শৈশবে তাদের তলে করেছিনু কত
ছুটাছুটী খেলা বাগান রচিয়ে।
দীর্ঘ কত বর্ষ গেল—আজি কি না বল
কাঠুরিয়া-হাতে দিবারে সঁপিয়ে॥
ব্রাহ্মণ বলিয়া পূজে গাছেদের মাঝে
সারা ভারতের হিন্দুজাতি যাহে।
আজি তুমি কাঠুরিয়া কোন্ প্রাণ ধরে
দিবেগো আঘাত কুঠারের তাহে॥
'দাড়াও, কেটো না তুমি—করি হে মিনতি
ধরায় প্রেমের গভীর বাঁধন।
রাখগো পুরাণো গাছে—পাতা গুলি দেখ
উন্মুক্ত গগনে খেলিছে কেমন॥
কাতর আমায় দেখে হাস, ক্ষতি নাই—
রাখিলে তাদের দয়া করে তুমি।
পিতৃপুরুষ-রোপিত বৃদ্ধ বন্ধু তারা—
বাধা রব ঋণে চিরকাল আমি॥

জড়িত বাল্যের স্মৃতি মর্ম্মগ্রন্থিসম
তাদের দেহের প্রতি স্তরে স্তরে।
তাই আজো প্রাণ চাহে—শিয়রে তাদের
পাখীরা বসিবে বিশ্রামের তরে॥
আজো আশা—পাখী যত তাদেরি আশ্রয়ে
কুলায় রচিবে লতাপাতা দিয়া।
দয়েল গাহিবে শিরে প্রভাত আলোকে।—
হেথা হতে যাও তুমি—যাও কাঠুরিয়া॥

—ঃওঁঃ—

৫০ম বিন্দু—মূর্খতা। *

ইহা তো দুঃখের ধরা—হেথায় সকলে
এসেছে ক্রন্দন তরে! কোমল-হৃদয়
কাঁদিবেক পরদুখে; পাষাণ যাহারা
কাঁদে আপনার দুখে। কেন আগে তবু
জানিবে লোকেরা নিজ দুর্ভাগ্যলিখন,
যখন দুঃখের ঝড় আসিবে জীবনে
সুখের স্বপন যত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া?
থাকুক নিশ্চিন্ত; ভাঙ্গায়ে দিওনা ঘুম।
মূর্খতা যেথায় সর্ব্বদা হাসিতে থাকে,
সেথায় হইলে জ্ঞানী—মূর্খতা প্রকাশ॥

—:০:—

৫১ম বিন্দু—ডায়ারি।

বিদায় লইব যবে ধরণীর কাছে।
ছুটিব লভিতে প্রেম গ্রহদের মাঝে॥
ক্ষুদ্র বড় যত কথা রেখে যাব পাছে।
তখন দেখাব তোমা অনুমতি আছে॥

:ও:—

[৫২]

৫২ম বিন্দু—পুরাতন বর্ষ।

১

পুরাতন বর্ষ তুমি! বিদায় আমারে
দাও চিরকাল তরে—দেখিতে পাবনা
তোমা' আর কভু। ছাড়াছাড়ি হল যদি,
যাবে না সম্প্রীতি। পুরাতন বন্ধুতার
স্মৃতি যাবে কেন? মনে পড়ে সেথা যবে
নব বরষের দিনে দিয়াছিলে অশ্রু
উপহার এনে? আজি এ বিদায় দিনে
তোমায় দিতেছি অশ্রু উপহার আমি।

২

বল—বল কোথা—চলেছ ভাসিয়া তুমি
অজানা দেশেতে কোন্? গ্রহতারা যেথা
মধুর সঙ্গীত গাহে অসীম আলোক
তরঙ্গের পরে? উছলে সঙ্গীত যেথা
সুমিষ্ট কণ্ঠের শত—শোনেনিক মর্ত্ত্য
মানব যে গান? অতীত বরষ যত
পরি' নূতন যৌবন যেথা হতে দেখে
নিজের ঐহিক মৃত্যু অবাক নয়নে?

৩

অতীত বরষদের জানাও প্রাণের
কাতরতা গাথা; শিখ'ছি কঠোরাঘাতে
প্রাণের নিগূঢ় তত্ত্ব, অতিক্রম করি'
বেদনা কামনা শত সুতীব্র সংগ্রামে।

শান্তিসুধা যত কিছু দিয়াছে তাহারা,
তারি তরে ভাল বাসি বলগো তাদের।
করে যদি থাকে কোন অনিষ্ট তাহারা
ভুলে গেছি তাহা সেই শান্তিসুধা লাগি।

৪

বরষ প্রত্যেক আনি ভাঙ্গিয়াছে গ্রন্থি
কোনটী না কোন সুবর্ণশৃঙ্খল হতে ;
বিদায়ের কালে চিহ্ন রেখে গেছে প্রাণে
মরণের মর্ম্মভেদী সুদীর্ঘ বেদনা।
পুরাতন বর্ষ তুমি, পাংশুল মূরতি,
শুভ্র বস্ত্রাবৃত দেহে বাক্যহীন মুখে
নীরব রয়েছ শুয়ে। ওদিকে হোথায়
অনন্ত আকাশ ভেদি' আসিছে সবেগে
নূতন যৌবন ধরি' নূতন বরষ
বসিবারে শূন্য তোমার আসন পরে।

৫

শোন—শোন ওই সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলি'
বাতাস গাহিছে বিদায়ের গীত তব।
কি সুখের হত যদি পারিতাম শুতে
তব পার্শ্বে পরি' অনন্ত বিশ্রামবাস।

—:ও:—

৫৩ম বিন্দু—নববর্ষ ।

রোগের শোকের অন্ধকার
আমায় ছেয়েছিল রে।
সুখদরুন তব কিরণে
দূর করিল আঁধারে ॥
নূতন বল নূতন প্রাণ
দিয়েছ প্রভু হৃদয়ে।
আবার গাহিব তব নাম—
বাহিরিব বিশ্বজয়ে ॥
কোথায় রোগ কোথা বা শোক
সকলি করিব দূর।
তোমারি অমৃত নামগুণে
প্রাণ হবে পরিপূর ॥
তাপদ কণ্টক দূরে রেখে
চলিব তোমার সাথে।
পথহারা পথিকে ডাকিব
ফেরাতে তোমারি পাথে ॥
আসুক আসুক সবে ফিরে ;
একদিন মিলে সবে।
প্রাণ খুলে ডাকব তোমায়—
জীবন সার্থক তবে ॥

—:ওঁ:—

৫৪ম বিন্দু—ধ্রুবতারা ।*

আনন্দ হৃদয়ে প্রভু-গুণগান।
কররে সকলে ঢালি দিয়া প্রাণ॥
(ধুয়া) দয়াল আমার তিনি।
বন্ধু ধ্রুবতারা তিনি॥

তাঁরি একনাম করগো প্রচার।
দেবদেব তিনি প্রভুগো সবার॥
দয়াল আমার···

অত্যাচারী যত কাঁপে তাঁর ভয়ে।
করিব আনন্দ মোরা তাঁরি জয়ে॥
দয়াল আমার···

তাঁহারি কৃপায় দাসত্ব শৃঙ্খল।
ভাঙ্গিয়া দুর্ব্বল হইবে সবল॥
দয়াল আমার···

সৃজিলেন তিনি সুনীল গগন।
নক্ষত্র তারকা গ্রহ অগণন॥
দয়াল আমার···

জাগালেন তিনি সাগর ভেদিয়া।
কঠিন মেদিনী জগত মোহিয়া॥
দয়াল আমার···

তাঁহারি আদেশে দিতেছে আলোক।
কনক তপন নাশি' ভয়শোক ॥
দয়াল আমার···

তাঁহারি আদেশে পূরণিমা শশী।
সুগন্ধ বাহিয়া হৃদে আনে হাসি ॥
দয়াল আমার—

প্রয়োজন জানি করেন বিধান।
নিত্য আহারের পুরাইয়া প্রাণ ॥
দয়াল আমার···

একতানে সবে মিলি একপ্রাণ।
তাঁরি গুণগাথা গাহি এস গান ॥
দয়াল আমার তিনি।
বন্ধু ধ্রুবতারা তিনি ॥

—:ওঁ:—

৫৫ম বিন্দু—তুমি।*

নিঝুম নীরব রাতে
জগত ঘুমায়ে আছে।
পাখী এক ডেকে ওঠে
সুদূর বনের গাছে॥
লুকায়ে লুকায়ে চাঁদ
গাছের আড়ালে এসে।
চুমে যায় ফুলে—তারা
চাহে মধুর আবেশে॥
স্বপনের রাজ্য থেকে
তারাগুলি থাকে চেয়ে।
দখিনে বাতাস বহে—
উদাস সঙ্গীত গেয়ে॥
দূর হতে ভেসে আসে
মধুর বাঁশীর গান।
মরমে প্রেমের জাগে
সুখের ব্যথার প্রাণ॥
তখন তোমারি কথা
ভরিয়া উঠেগো প্রাণে।
জগত ছাইয়া যায়
কি এক আনন্দ-গানে॥

আবার দিবস কালে
জাগ্রত সকলে যবে।
একমনে ছুটে চলে
আপনার কর্ম্মে সবে॥
বালক যুবক যত
যেথা হাস্যরোল তুলে।
তোমারে সর্ব্বত্র সদা
দেখি পূর্ণ হৃদিমূলে॥
তোমারি নীরব কথা
মরমে শুনিতে পাই।
তোমারি মধুর হাসি
পরাণে দেখিতে পাই॥
তব ভাবে পূর্ণ হিয়া
যে মুহূর্ত্তে নাহি রাখি।
আনন্দ রাশির মাঝে
মরণে ডুবিয়া থাকি॥

—:ওঁ:—

৫৬ম বিন্দু—নির্ব্বাক্ ।

ঘুচেছে আমার কথা—
　　প্রাণের প্রাণের প্রাণ
তুমি যে কয়েছ কথা ;—
　　চাহিনা সঙ্গীত আন ।
তোমারি মুখের জ্যোতি
　　খুলে দেয় রূপরাশি ;
হেথা যে আনন্দ খেলে—
　　তোমাবি মুখের হাসি ।

—ঃওঁঃ—

ইতি শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ ঠাকুর বিবচিত
"আঁখিজল" গ্রন্থে ষট্‌পঞ্চাশত্তম
বিন্দু এবং গ্রন্থ সমাপ্ত ।

—ঃওঁঃ—